নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ৭ আশ্বিন, ১৪৩০

Visit Our Website : natunchithi.co.in

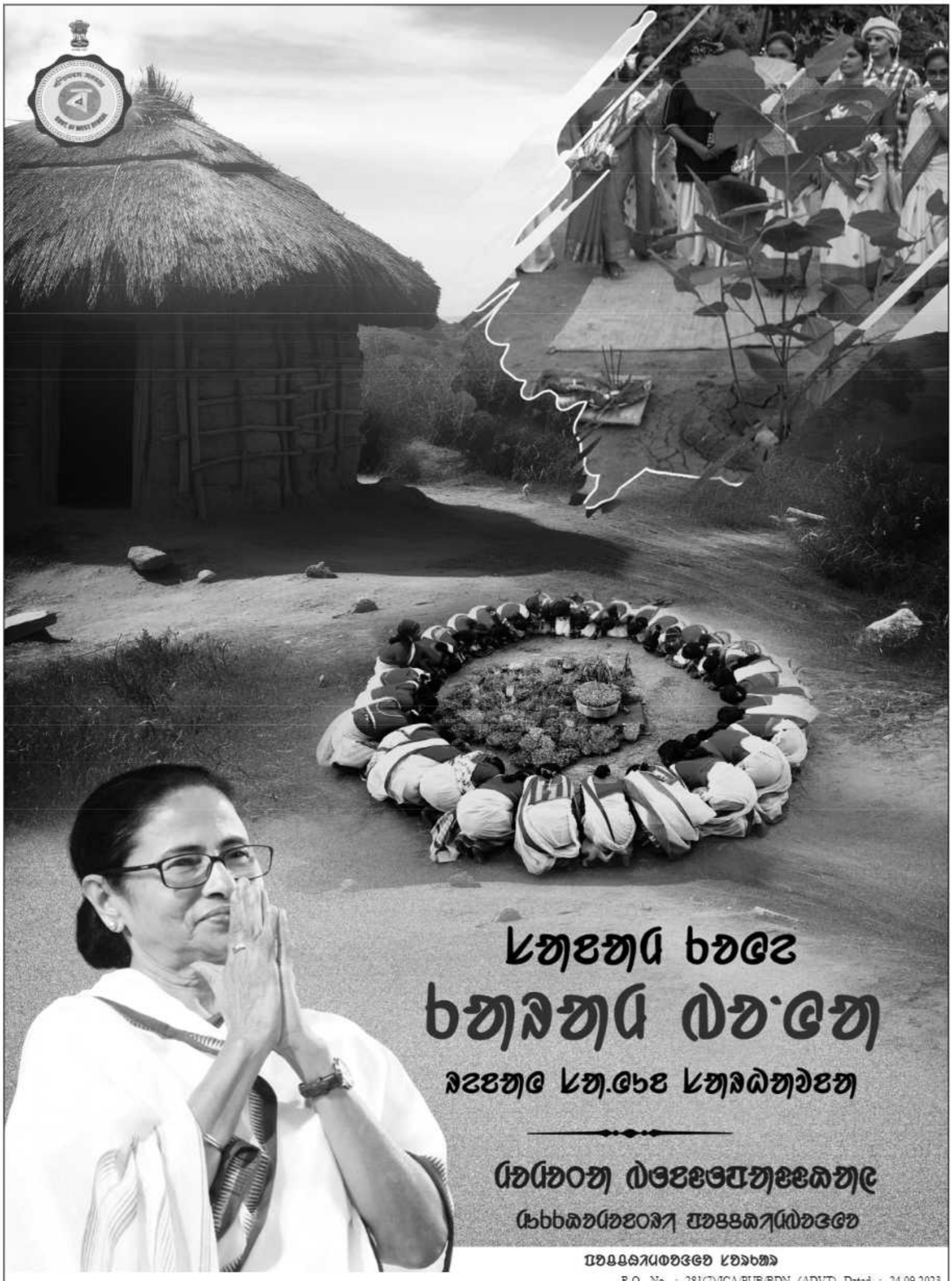

R.O. No. : 281(7)/ICA/PUB/BDN (ADVT) Dated : 24.09.2023

নতুন চিঠি

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

গুরুতর অভিযোগ

সংসদে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ, তারপরে সংসদের বাইরে তাঁকে রাস্তায় পিটিয়ে খুনের চক্রান্তের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন বহুজন সমাজ পার্টির সাংসদ দানিশ আলি। দানিশ-এর ধর্মপরিচয়কে ইঙ্গিত করে সংসদে বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেছেন বিজেপির সাংসদ রমেশ বিধুরি। তাকে বাঁচাতে এখন দানিশ-এর বিরুদ্ধেই মিথ্যা ভাষ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের কাছে মারাত্মক অভিযোগ তুলেছেন দানিশ। তাঁর প্রতি সংহতি ও সহমর্মিতা জানিয়েছেন সিপিআই(এম)। তাদের দলের পলিটব্যুরোর দুই সদস্য বৃন্দা কারাত এবং সুভাষিণী আলি বলেছেন, সংসদের ভিতরেই বিএসপি-র সাংসদ দানিশ আলিকে 'মৌখিক ভাবে ধোলাই' (ভার্বাল থিঙ্কিং) করা হয়েছে। গুরুতর এই অপরাধের দায়ে অবিলম্বে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরিকে গ্রেপ্তার করা উচিত। তাঁকে জড়িয়ে বিজেপি-র ভিত্তিহীন প্রচার সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে অনুরোধ জানিয়েছেন দানিশ। দানিশ আলির পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের শাসকদলের আচারণের জোরালো নিন্দা করেছেন সব বিরোধী দলের নেতা। জঘন্য ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের দায়ে বিজেপির এই সাংসদকে অবিলম্বে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করারও দাবি তুলেছেন তাঁরা। খোদ সংসদের ভিতরে বিজেপির সাংসদ রমেশ বিধুরির এই কদর্য মন্তব্য ঘিরে দেশজুড়ে আলোড়ন উঠলেও স্বভাবসুলভ কায়দায় নীরব রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্পদের বৈষম্য, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, চরম বেকারত্বের মতো জ্বলন্ত বিষয় থেকে নজর ঘোরাতেই 'এক দেশ, এক ভোট' বা 'ইন্ডিয়া' না 'ভারত' বিতর্ক উসকে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিকে কানাডার মাটিতে খালিস্তানপন্থী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত সরকারের হাত রয়েছে বলে নির্দিষ্ট অভিযোগ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডু। বিদেশ নীতির প্রশ্নে বিজেপির প্রচারের বন্যায় নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তি বিশ্বগুরু হিসেবে গড়ে তোলা বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর সরকার এখন ঘোরতর সঙ্কটে। হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ড এবং সংসদের ভিতরে মৌখিক ভাবে পেটাই (ভার্বাল থিঙ্কিং)-এর গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ভারতের শাসকদল বিজেপি এবং তাদের সরকার।

সমাবেশের প্রস্তুতি—নিবিড় প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ সেপ্টেম্বর : ১০০ দিনের কাজ বছরে ২০০ দিন, ৬০০ টাকা মজুরি, ষাট উর্ধ্ব খেতমজুরদের মাসিক ৩০০০ টাকা পেনশনের দাবিকে সামনে রেখে ২৫ সেপ্টেম্বর রানী রাসমণি রোডে খেতমজুরদের সমাবেশ। এই সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার আহ্বান জানিয়ে আজ পূর্বস্থলী-২ ব্লক জুড়ে সারাদিন নিবিড় প্রচার চলে। সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের পূর্বস্থলী-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেন খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা রাজেন্দ্র ঘোষ, ফক্করউদ্দিন সেখ, উত্তম হাজরা, অনুপ ঘোষ, নয়ন দাস প্রমুখ।

নয়া শিক্ষানীতির আলোকে ভারতের ইতিহাস

মুন্সি আজিজুর রহমান

উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত ইতিহাস বলে স্বতন্ত্র কোন শাখা ছিল না। হিসাবে সাহিত্য বা দর্শনের আগে ইতিহাসকে দেখা হতো। ইতিহাসকে কবিতার থেকেও অধম বলে মনে করতেন অনেকে। আবার ভলতেয়ার মনে করতেন, ইতিহাস হলো মৃত কোনো বিষয়ের গল্পগুচ্ছ। একজন লেখক নিজের কল্পনায় অতীতের যা কিছু তুলে ধরেন, তাই হলো ইতিহাস।

কিন্তু উনিশ শতকের সমাজতত্ত্ববিদ ভাইলো-র কলম থেকে প্রথম ইতিহাস সম্পর্কে সনাতনী ব্যাখ্যার প্রবল বিরোধিতা ঝরে পড়ে। জিকো বলেন, ইতিহাস কবিতা বা কল্পকাহিনি নয়। ইতিহাস হলো সেই বিষয়বস্তু, যা একজন লেখক নির্দিষ্ট রচনা প্রণালী, মাল-মশলা, প্রথা-প্রকরণ, সমকালীন সমাজ, পরিবেশ, পরিসর প্রভৃতির সম্মিলনে পুনর্নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে র‍্যাঙ্কে আরও একধাপ এগিয়ে বলেন, একজন ঐতিহাসিকের একমাত্র কাজ হলো; অতীতে যা ঘটেছিল, তাকে পুনস্থাপিত করা। তথ্য হলো এখানে একমাত্র উপকরণ। র‍্যাঙ্কের এই নিদান অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছিল বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত। কিন্তু সেই ঘোড়ায় লাগাম টানলেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক কলিংউড। 'The Idia of History' গ্রন্থে তিনি বললেন, তথ্যই যদি ইতিহাস রচনার একমাত্র মাপকাঠি হয়, তাহলে সেই ইতিহাস হবে নীরস, নিরাসক্ত ও নির্মোহ। পাঠককুল অনুসন্ধিৎসা হারিয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে ইতিহাস পাঠে। ১৯৫৪ সালে লিখিত 'Historian's Craft' গ্রন্থে March Bloch বললেন, ইতিহাস মানে শুধু রাজা-গজা, জয়-পরাজয়, কল্প-কাহিনির সম্মিলন নয়; ইতিহাস হলো তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতে ঘটে যাওয়া বিষয়ের পুনর্নির্মাণ।

ভারতীয় ইতিহাস চর্চার পাশ্চাত্য ধারা প্রয়োগে এগিয়ে এলেন সাম্রাজ্যবাদী কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ। পরন্তু উপনিবেশিক শাসনকে মান্যতা দিতে গিয়ে তারা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলে গেলেন। তাই তাঁদের লেখনীতে ভারতীয় ইতিহাস হয়ে উঠল একমুখী ও উপনিবেশকেন্দ্রিক। অবশেষে এলো স্বাধীনতা। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতীয় ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী করে তুললেন স্যার যদুনাথ সরকার, রমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, রামশরণ শর্মা, ডি. ডি. কোশাম্বী প্রমুখ ঐতিহাসিকরা। আবার নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার আবেশে ভারতীয় ইতিহাসে উঠে এল 'রাজা-গজা', 'জয়-পরাজয়' প্রভৃতির বদলে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের কাহিনি।

কিন্তু সম্প্রতি চালু হওয়া কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতিতে ব্রাত্য হয়েছে বিশ্লেষণধর্মী, বস্তুনিষ্ঠ ও ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার ধারা। অনার্স পাঠক্রমে গুরুত্ব সহকারে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে ধর্ম নির্ভর, পৌরাণিক, আদিরসাত্মক কল্পকাহিনি। পুরাণে বর্ণিত চক্রাকার ও রৈখিক কাল (Cyclical & Linear notions of time), বৈদিক গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়াদি অত্যন্ত যত্ন সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে। সযত্নে পরিবেশিত হয়েছে আদি ভারতের কল্পকাহিনী, ধর্মবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামি প্রভৃতি।

রৈখিক নিয়মে কালের অগ্রগতিকে অস্বীকার করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পাঠক্রমে। একাজ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সিলেবাস নির্মাণ করিয়েছেন এমন সব পণ্ডিতদের দিয়ে, যাদের সাথে ভারতীয় ইতিহাসের যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। এরা সকলেই সংঘ পরিবারের কাছের মানুষ। এদের কাছে ইতিহাসে তথ্য নয়, বিশ্লেষণ নয়; বিশ্বাস, কল্পনা প্রভৃতি হলো মুখ্য উপকরণ। অস্বীকার করা হয়েছে সুলতানী ও মুঘল যুগকে। তাই পাঠক্রম থেকে বাদ পড়েছে এই দুই যুগ। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহাস হলো বৈচিত্র্যের। সঙ্গত কারণেই কবিগুরু লিখেছেন, "কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।" একই কারণে প্রাচীন শাস্ত্রে ভারতবর্ষকে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' শব্দবন্ধ দিয়ে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভারতবর্ষ হলো এমন এক ভূখণ্ড, যেখানে সকলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি ভুলে সকলে বাস করছে। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক তাই ভারতবর্ষকে 'বিশ্বের ক্ষুদ্র সারাংশ' (Epitome of the world) বলে অভিহিত করেন।

কিন্তু এই বৈচিত্র্যের কথা ভুলে গিয়ে একদল ঐতিহাসিক ভারত ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটাতে চাইছেন। তথ্যাশ্রয়ী, বিশ্লেষণধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার বদলে তাঁরা ইতিহাসে আনতে চাইছেন মহাকাব্য, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্রে প্রভৃতির নানা অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক বিধান ও ব্যাখ্যাকে। একটি উদাহরণ দিলে সহজেই তা অনুমান করা যায়। প্রাচীন স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাখ্যায় চক্রাকার কালের (Cyclical notion of time) কথা বলা হয়েছে। চক্রাকার কালের ধারণায় বলা হয়, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চক্রাকার পথে আবর্তিত হয়। এই আবর্তনের পথকে বলা হয় 'মহাযুগ'।

'মহাযুগ' চারটি পর্ব দ্বারা বেষ্টিত—(১) সত্য, (২) ত্রেতা (৩) দ্বাপর ও (৪) কলি। মহাযুগের সময়কাল হলো ৪৩,২০,০০০ বছর। প্রতিটি পর্ব বা কাল আগেরটির থেকে ব্যাপ্তিতে ক্ষুদ্রতর এবং পাটিগণিতের নিয়মে পর্বগুলি পরপর শেষ হতে থাকবে। মহাযুগের শেষ পর্বে অর্থাৎ কলিযুগে আমরা এখন আছি।

খ্রিস্টপূর্ব ৩১০২ অব্দে কলিযুগ শুরু হয়েছে। চলবে ৪,৩২,০০০ বছর পর্যন্ত। বছরের সংখ্যা যেমন কমতে থাকবে, তেমনই মানুষের জীবনযাপনের মানও নিম্নগামী হতে থাকবে। প্রাচীন শাস্ত্রে বিষয়টি বোঝানোর জন্য ষাঁড়ের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে চার পায়ে দাঁড়ানো ষাঁড়টি সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ পেরিয়ে কলিযুগে এসে 'একপলী' হয়ে গেছে। শাস্ত্রে কলিযুগে পাশার দানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কলিযুগকে পরাজয় বা ধ্বংসের কাল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কলিযুগের অবসানের পর আবার মহাযুগের প্রথম পর্ব, অর্থাৎ সত্যযুগের সূচনা হবে। এইভাবে অনন্তকাল ধরে 'যুগচক্র' আবর্তিত হবে।

এই হলো নয়া শিক্ষানীতিতে প্রাচীন ভারত ইতিহাসের রূপরেখা। গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিত হয়েছে কালের ধারণার মতো অসংখ্য অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক পাঠ্য বিষয়। ইতিহাসের চাকাকে আবার পিছনের দিকে ঘোরাতে তৎপর একদল লেখক। ইতিহাসকে আবার তারা করে তুলতে চায় কল্পনাশ্রয়ী ও রূপকথা নির্ভর। তাই লব্ধ প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের সকলেই ইতিহাসের নতুন পাঠক্রমকে খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁদের বিচারে সমাজের প্রগতি বুঝতে গেলে চক্রাকার কালের মতো বিষয়গুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে চলবে না এবং তা হবে আত্মহত্যার শামিল।

বর্ধমানে কৃষকসভার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ সেপ্টেম্বর : সারা ভারত কৃষক সভার একটি কেন্দ্রীয় দল পূর্ব বর্ধমান জেলার ঋণগ্রস্ত আত্মহত্যা করা কৃষক পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এ দিন তাঁরা কালনা-২ ব্লকের তিনজন আত্মহত্যা করা ঋণগ্রস্ত কৃষক পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তারা কি অবস্থায় আছেন, সরকারি সাহায্য পেয়েছেন কিনা জানতে চান। এই কেন্দ্রীয় দলে ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিজু কৃষ্ণন, অশোক ধাওয়ালে, পি কৃষ্ণ প্রসাদ (কেরল), বাদল সরোজ (মধ্যপ্রদেশ), পবিত্র কর (ত্রিপুরা), অবধেশ কুমার (বিহার), সাগর (কেরল), পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক যথাক্রমে অমল হালদার ও সৈয়দ হোসেন, পূর্ব বর্ধমানের কৃষক সভার জেলা সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সুকুল শিকদার এবং সমর ঘোষ প্রমুখ। এদিন এই দল প্রথমে কালনা-২ ব্লকের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশায় গ্রামে যায়। এখানে ২০২২ সালের ২৫ মার্চ দুপুরে আত্মঘাতী হন কাশীনাথ গড়াই (৫৩) নামের কৃষক। মাঠের একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হওয়া এই কৃষকের মোট ৪-৫ বিঘা চাষের জমি আছে। সেই জমিতে সামান্য আলু ও বাকিটা গেঁয়াজ চাষ করা হয়েছিল। এ বছর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে আলু ও গেঁয়াজের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। তারপর ধারদেনা করে বেশি মূল্য দিয়ে সার বীজ কিনে দ্বিতীয়বার আলু চাষ করা হয়। ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই ঋণ শোধ করতে না পেরে তিনি আত্মহননের পথ বেছে নেন। দলের প্রতিনিধিরা গিয়ে এই কৃষকের পরিবারের খোঁজখবর নেন। জানতে পারেন সরকারিভাবে কোনো সহায়তা তাঁরা পাননি। বাবার মৃত্যুর পর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ছেলে কুণাল গড়াই সংসার চালানোর জন্য প্রাইভেট ফার্মে কাজ করছে। মেয়ে সরকারি স্কুলে মাধ্যমিকে পড়াশোনা করছে।

২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর চাষ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মঘাতী হন কালনা দুই ব্লকের ওসমানপুর গ্রামের কৃষক পান্নালাল মুদিরায় (৫৫)। তার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও সংসারে রয়েছে স্ত্রী এবং এক পুত্র। পান্নালাল মুদিরায়ের মৃত্যুর পর স্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। ছেলে কোনরকমে চাষবাস করে সংসার চালায়। এই পরিবারও কৃষক সভার কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিদের জানান, তাঁরা কোনো সরকারি সহায়তা পাননি। কালনা দুই ব্লকের বড়ধামাস গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুহা গ্রামের কৃষক মানিক শেখ (৩৫) চাষ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ২০২১ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভোরে নিজেদের গোয়াল ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েন। তার সংসারে রয়েছে স্ত্রী এবং দুই পুত্র সন্তান। তাদের সঙ্গে দেখা করেন কৃষক সভার প্রতিনিধি দল। মানিক শেখের স্ত্রী রেজিনা বিবি জানান, তারা সরকারি দুই লক্ষ টাকা সহায়তা পেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বিধবা ভাতা ও লক্ষী ভাণ্ডারের পয়সাও পাচ্ছেন। সারা ভারত কৃষক সভার সম্পাদক বিজু কৃষ্ণান বলেন, পরিসংখ্যান অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলায় দেড় শতাধিক কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। সেই আত্মঘাতী হওয়া কৃষকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম। সরকারি সহায়তা কতটা মিলেছে। এইসব পরিবারের পাশে থাকাই আমাদের উদ্দেশ্য।

Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ৭ আশ্বিন, ১৪৩০

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নেমেছে সিপিআই(এম)

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরোত্তর আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক হাত গুটিয়ে বসে আছে। তার বিরুদ্ধে সিপিআই(এম) একমাস ব্যাপী রাস্তায় থাকবে। ২২ সেপ্টেম্বর সিপিআই(এম) শহর-২ এরিয়া কমিটির ডাকে মূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্বের বিরুদ্ধে প্রচার কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভাঙ্গাকুঠি এলাকায় প্রচার সভা সংগঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের নেতা জনার্দন রায়। সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম। এই সময় মানুষের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বর্ধমান শহরে কালনাগেট বাজার, বীরহাটা, টিকরহাটে পথসভা সংগঠিত হয়েছে। বাড়ি বাড়ি হ্যাণ্ডবিল নিয়ে প্রচার চলছে, সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক সভা চলছে। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল এবং কেন্দ্রে ফ্যাসিস্ট বিজেপিকে পরাস্ত করার আহ্বান জানান সভা থেকে। স্মার্ট মিটার চালু করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও এই সভা থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এই স্মার্ট মিটার চালু হলে গরিব মানুষ আগামীদিনে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবে না। এদিনের পথসভায় অন্যান্যরাও বক্তব্য রাখেন।

পি আর সি-র ৮০ বছরে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর : পিপলস রিলিফ কমিটির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ধমান জেলায় শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আজ। বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪২জন স্বেচ্ছাসেবক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যের অধিকার, স্বাস্থ্যের রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং ওষুধের দাম—এই বিষয়ে আলোচনা করেন ডাঃ ফুয়াদ হালিম, ডাঃ নির্মাল্য দাস, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী। চারটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রতিনিধিরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির আছি পরিষদের সদস্য অমল হালদার, তাপস সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ সুর, সভাপতি ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল, সম্পাদক ডঃ সম্বরণ প্রামাণিক, যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী, ডাঃ মৃণাল কান্তি ঘোষ, ডাঃ স্বপন বণিক, ডাঃ সুধাকর মণ্ডল, ডাঃ অর্চনা সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিবশঙ্কর সেবা সমিতির উন্নয়নের জন্য প্লাক্তন প্রধান শিক্ষক মাননীয় দেবাশীষ সেন ও শিক্ষিকা অরুন্ধতী সেন আছি পরিশষদের সদস্য অমল হালদার-এর হাতে পঁচিশ হাজার টাকার চেক্ তুলে দেন। শহীদ কমল গায়েনের সহধর্মিনী কাকলি গায়েনের স্মৃতিতে পিআরসি-র কলকাতা ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে উজ্জ্বল রায় কাকলি গায়েনের ভাই ডাঃ ফুয়াদ হালিম-এর হাতে পনেরো হাজার টাকা তুলে দেন।

জন্মদিনে ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ সেপ্টেম্বর : কালনার জনপ্রিয় ডাক্তার গৌরাঙ্গ গোস্বামীর জন্মদিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হয়। ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আজ তাঁর মূর্তির সামনে জমায়েতের পর শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে প্রায় দুই শতাধিক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষকে নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান শিব শংকর সেবা সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ গীস্পতি চক্রবর্তী। এই সেমিনারের অনুষ্ঠানে কালনার শিশু সমর্পণ পরামানিক প্রয়াত ডাক্তার বাবুকে নিয়ে তার উপলব্ধি স্বরূপ একটি ছবি প্রকাশ করে। ছবিটি সমর্পণ তুলে দেয় প্রয়াত ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মালবিকা গোস্বামীর হাতে। এদিন ডাক্তারবাবুর লেখা একটি নাটকের গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি

—এরপর চারের পাতায়

কালনার চার ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ সেপ্টেম্বর : পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার চার ব্লকে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি হওয়ায় উদ্বেগ বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের। এদিন কালনা হাসপাতাল সহ কালনার বিভিন্ন ব্লক হাসপাতালগুলি পরিদর্শনে আসে পূর্ব বর্ধমানের সিওএমএইচ ডাঃ জয়রাম হেমরম। তিনি ডেঙ্গু ও জ্বরের ওয়ার্ড ঘুরে স্বাস্থ্য কর্মীদের পরামর্শ দেন রোগীদের ওপর নজরদারি আরো বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার কালনা-১ ও ২ এবং পূর্বস্থলী ১ ও ২ এই চার ব্লকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। তাই স্বাস্থ্য দপ্তর এবং চার ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি একসাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নেমেছে। ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। এই মরশুমে জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে। কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দ্রশেখর মাইতি বলেন, আজ ১৯ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত ভর্তি আছেন হাসপাতালে। এই মরশুমের এটাই সর্বোচ্চ। এই মরশুমে মোট ৩৪৪ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছিলেন। তার মধ্যে বেশ কিছু হুগলি ও নদিয়া জেলার রোগী রয়েছেন। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জ্বর হলেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে রোগীকে। তার জ্বরের চিকিৎসা শুরু করার পাশাপাশি রক্তের ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া পরীক্ষা হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সম্ভব না হলে বাড়িতে জ্বরের চিকিৎসার পাশাপাশি সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর পরীক্ষাটাও করে নিতে হবে।

প্রতিভাবান চিকিৎসক ডাঃ বিপ্লব চ্যাটার্জীকে শেষ বিদায় জেলাবাসীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর : সকালে মেমারির খাঁড়ো মাঠে সন্প্রীতি মঞ্চে আজ মানুষের চোখের জলে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হলো প্রসিদ্ধ অর্থোপেডিক্স চিকিৎসক ডাঃ বিপ্লব চ্যাটার্জীকে। লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এই চিকিৎসকের অকাল প্রয়াণে মেমারি সহ পূর্ব বর্ধমান জেলাবাসী শোকাহত। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন অগণিত মানুষ। উপস্থিত ছিলেন মেমারির বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক সহ রাজনৈতিক নেতা ও জেলার বিভিন্ন ডাক্তাররা। জানা যায় গত ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে গোয়াতে এক সেমিনারে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার কোনো সুযোগ না দিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গোয়া থেকে মরদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সকাল ৯ টায় শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ৯ টায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের অফিসে শায়িত রাখা হয়। সকাল সাড়ে দশটায় মেমারির খাঁড়োর শিবালয় বাসভবনে ও পরে দক্ষিণ মেমারি খাঁড়ো যুবক সংঘের সন্প্রীতি মঞ্চে শায়িত রাখা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১। তিনি পরিবারে রেখে গেলেন দুই নাবালক পুত্র, স্ত্রী সহ বাবা ও মা কে।

রক্তদান শিবির মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর, মেমারি : ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে শেখ রফিক ও দেবব্রত রায় স্মরণে রক্তদান শিবির হয় রসুলপুর চাকনাড়া মোড়ে। এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ডিওয়াইএফআই-এর প্রাক্তন নেত্রী সুরভী টুডু। মোট ৭০ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। রক্ত সংগ্রহে করেন শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির রশ্মি ব্লাড সেন্টার।

লক্ষ্মীভাণ্ডারও বাঁচাতে পারছে না মাইক্রো ফিনান্সের ঋণফাঁদ থেকে, আত্মহত্যা প্রৌঢ় দম্পতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর বর্ধমান : সরকারের লক্ষ্মীভাণ্ডার পেতেন রেখা মালিক। কিন্তু অভাব পিছু ছাড়েনি। ঋণের দায়ে স্বামী-স্ত্রীর জোড়া আত্মহত্যা। আত্মঘাতী খেতমজুর দম্পতি নাম হেমন্ত মালিক (৬৫) ও রেখা মালিক (৫৪)। একাধিক মাইক্রোফিনান্সের কাছে ঋণ নিয়েছিলেন বর্ধমান-২ ব্লকের বড়শুল এলাকার দক্ষিণ গোপালপুরের এই খেতমজুর দম্পতি। সেই ঋণের কিস্তি শোধ করতে পারছিলেন না। ফলে মাইক্রোফিনান্সের বাউন্সার'রা এই পরিবারের উপর ক্রমশ চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। হুমকি দিয়ে যায় বাড়ি বিক্রি করে ঋণ শোধ করতে হবে। কিন্তু ঋণ শোধ করতে না পেরে এই পরিবার বাউন্সারের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। মাইক্রোফিনান্স সংস্থাগুলি খোঁজ নিয়ে দামোদর নদীর ওপারে জামদহ গ্রাম থেকে ওই দম্পতিকে হাত ধরে টেনে আনে। পুলিশে দেবার ভয় দেখায়।

খেতমজুর দম্পতির বড় ছেলে সনাতন মালিক ২১ সেপ্টেম্বর জানিয়েছেন, তাঁর বাবা খেতমজুরের কাজ করতো আর মা পরিচারিকার কাজ করতেন। বাড়িতে খুবই অভাব ছিল। ছোট ছেলে কিছু করতো না। তাকে ব্যবসার মাধ্যমে সংসারের অভাব দূর করতে বদ্ধন তারপর আশীর্বাদ সহ একাধিক মাইক্রোফিনান্সের কাছে ঋণ নেয় এই পরিবার। কিন্তু ছোট ছেলে ঋণ শোধ করতে না পেরে মাস খানেক আগেই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এরপর মাইক্রোফিনান্স সংস্থাগুলি মা-বাবার উপর চাপ বাড়াতে শুরু করে। এদিন রাতেই বাড়িতেই গামছা গলায় জড়িয়ে দু'জন ঝুলে পড়েন। ভোর বেলায় বাড়ির লোক জানালা দিয়ে দেখেন বাবা-মা দু'জনেই গলাই দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলা নয় গোটা রাজ্যে মাইক্রোফিনান্সের অত্যাচারে গরিব মানুষ দুর্বিসহ যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সুদের সুদ তস্য সুদ মেটাতে গিয়ে গরিবের ভিটেমাটি, গোরু-ছাগল, সোনাদানা এই মাইক্রোফিনান্স নব্য হাঙ্গরদের পেটে যাচ্ছে। ২০১১ সালের পর এই হাঙরদের রমরমা বেড়েছে। তছনছ হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি।

চাঁদমালা তৈরির তৎপরতা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ সেপ্টেম্বর : আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাকি বাঙালির শারদ উৎসবের। এবছর পরিসংখ্যান অনুযায়ী পুজোর সংখ্যা বেড়েছে, পাশাপাশি বেড়েছে তার বাজেটও। এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করে ব্যবসায়ীরা নেমে পড়েছেন চাঁদমালা তৈরি করতে। দাম বেড়েছে চাঁদমালা তৈরির উপকরণের, বেড়েছে শ্রমিকদের মজুরিও। তবুও চাঁদমালা তৈরির কাজ এখন তুঙ্গে। বিগত লকডাউনের সময় পুজোর সংখ্যা কমে যাওয়ার পাশাপাশি পুজোর বাজেটও অনেক কম ছিল। ফলে ব্যাপক প্রভাব পড়ে চাঁদমালা ব্যবসায়ীদের। সেই সময় পুজো উদ্যোক্তারা প্রতিমা শিল্পীদের জানিয়ে দেন, প্রতিমার বাজেট খুবই কম। অল্প খরচে ছোট ছোট প্রতিমা গড়তে। তাই সেই সময় পুজোর প্রতিমার আকৃতি খুবই ছোট ছোট হয়েছিল। এমনিতেই লকডাউনের প্রথমদিকে পুজো হবে কিনা সে নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা ছিলই। তাই ইচ্ছা থাকলেও সে সময় চাঁদমালা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি।

এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বহু চাঁদমালা শিল্পী। সেই সময় তাদের সবাইকে কাজ দেওয়া যায়নি। তাই চাঁদমালা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চরম ক্ষতির মুখে পড়েন চাঁদমালা শিল্পীরাও। কিন্তু এবছর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ায় চাঁদ মালা তৈরির কাজ একেবারে তুঙ্গে। চাঁদমালা ব্যবসায়ী ও তার শিল্পীরা এবার লাভের মুখ দেখবেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

পাট ছাড়াতে মহিলারাই ভরসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কালনায় পচাপাট ছাড়াতে মহিলারাই এখন ভরসা। কারণ কাজ না থাকায় বেশিরভাগ খেতমজুররা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। অন্যদিকে একে তো পাটের ন্যায্য মূল্য নেই। পাট পচানোর জলের অভাব। চাষ করার সময় বৃষ্টি না হওয়ায় জল কিনে পাট চাষ করতে হয়েছে। তাই পাট চাষ করতে গিয়ে কৃষকরা যে খরচ করেছেন, সেই খরচটুক উঠবে বলে মনে করছেন না কেউ। পাট চাষের সঙ্গে যুক্ত নিভুজি বাজারের হালিম শেখ বলেন, লাইন দিয়ে আমাদের কোন রকমে পাট পচানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কৃষকদের এক বিঘা পাট চাষ করে লোকসান করতে হচ্ছে সাত হাজার টাকা। তাই কৃষকদের এই চাষে দিন দিন অনীহা জন্মাচ্ছে। কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী এই মহকুমার পাঁচ ব্লকে আট হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকাকে কুর্নিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান সদর-২ ব্লকের ৯টি গ্রামের পঞ্চায়েতের ১২০ জন প্রার্থী ও বর্ধমান-২ পঞ্চায়েত সমিতির ২৫টি আসনে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রার্থীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সিপিআই(এম) প্রতীকে যে প্রার্থী লড়াই করেছেন সেই প্রার্থীদের বর্ধমান সদর-২ এরিয়া কমিটির অফিসে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরীর উপস্থিতিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে একটি কর্মীসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য মেহবুব আলম ও জহর দত্ত।

পাখি-চোখ-৪৭

রত্না রশীদ

শিশু হলো আগামীর অভিভাবক ও পরিচালক। আমরা না জেনে বুঝে শিশুকে অবোধ বলে বিশ্বাস করে তার সঙ্গে যেমন তেমন ব্যবহার করি। হয় আদরে আদরে কাহিল করে একটি বাঁদর বানালাম, নয় একটা ছন্নছাড়া সমাজ-বিচ্ছিন্ন জীব। প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে আমরা প্রায়শই পারি না। আমাদের সঙ্কীর্ণ মনের মাপ দিয়ে শিশুর বিশাল আকাশ সমান কচি মনের পরিমাপ আমরা করতে যাই, ফল পুরোটাই নিষ্ফলা। যথাযথভাবে নার্চার করার অক্ষমতা আমাদের সম্পদকে বোঝা বানিয়ে ছাড়ে। আমি এসব শিশু মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকথা জানি না। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি ওদের সাহচর্যে কিছু ভরেছে তো নিশ্চয়।

কয়েকটি নিতান্তই শিশুঘটিত ঘটনা বলবো। শিশুটি বছর পাঁচেকের। পুষ্টির কথা ভেবে মা-বাবা-দাদু-ঠাকুমা ওকে শিঙ্গি মাছের ঝোল খাওয়ায় ভাতের সঙ্গে মেখে। নির্ঝঞ্ঝাটি খেয়ে নেয় সোনামুখ করে। তো একদিন হঠাৎই মায়ের মাছ কাটার সময় ওই দৃশ্য চোখে পড়ে যেতেই কান্না শুরু—কেন মারলে ওকে?

—না হলে রান্না করবো কি করে? তুই ঝোল মেখে ভাত খাবি কি করে?

—আমি ঝোল মাখা ভাত খাবো না, দুধ ভাত খাবো।

—তাই হয়? শুধু দুধ মেখে ভাত খেলে গায়ে শক্তি হবে না তো। বড় হবি কি করে?

—আমি বড়ো হবে না, কিন্তু মাছ তুমি পুকুরে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো।

—কেটে ফেলেছি তো! পুকুরেও তো পচে যাবে।

—না পুকুরে ও বেঁচে যাবে। ওখানে ওর মা-বাবা আর ডাক্তারকাকু সবাই আছে। ওকে মরে যেতে দেবো না।"

আর শুধু কি কথা! সঙ্গে নাগাড়ে হাপুসোটা কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। যেন বা কতো বিপদে পড়ে আতঙ্কের মধ্যে আছে ও। কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না। কেঁদে কেঁদে হেঁচকি উঠে গেল একসময়। বাড়ির বড়োরা মাটিকে বললো—আজকের মতো ওর কথা শোনো। ওর মাথায় আতঙ্ক ও অসহায়তা ঢুকে গেছে। তার থেকে ওকে বার করে আনাই এখন জরুরি। ফেলে দাও মাছ। ছোট একটাই তো শুধু ওর জন্যে।

মা কাটা মাছ ফেলে দিতে উদ্যত হলো। অমনি আবারো কান্না—না-না ওখানে ফেলবে না, ওর গায়ে খুব লাগবে। ওকে ওর বাবা-মার কাছে পুকুরে দেবে চলো।

এবার পুকুর তো খুব না হলেও বেশ খানিকটা দূরে। তো শিশুর আব্দার মেটাতে ছোটখাটো একটা পারিবারিক মিছিল চললো পুকুর পানে। এখন কান্না থেমে গেছে। দিব্যি দাদুর হাত ধরে মায়ের পিছু পিছু চলছে সেই শিশু। মুখে সামান্য একটু আলো মাখা যেন। ওই কাটা মাছটা তার মা-বাবা-ডাক্তারকাকুর কাছে পৌঁছে গেলে, তবে শিশুর মুখে পুরো আলো ফুটবে। তো খানিক যাবার পর সবাই যখন পুকুরের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আবারো কচি গলার চিল চিৎকার—দাঁড়াও মা। আর যেও না।

—কেন রে। তোর কথাতেই তো এলাম।

—না, এবার তুমি দাঁড়াও। দাদুর হাতে ওটা দাও। দাদু গিয়ে পুকুরে ফেলুক।

—তুই কি আজ আমাদের পাগল করে দিবি বলে ঠিক করেছিস? চুপ কর...

কাঁদতে কাঁদতে আবারো নিবেদন—মা তুমি গেলে তোমার গায়ের চাপে অনেকগুলো কচি ঘাস দম আটকে মরে যাবে। পুকুরপাড় ভর্তি করে কচি ঘাস। ওগুলোকে মেরে ফেলো না। আমিও ওদের ওপর পা দেব না। দাদুকে দাও—দাদু ঘাস বাঁচিয়ে লম্বা পায়ে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে মাছটা পুকুরে দিয়ে আসুক। ঘাসগুলো মোরো না, ওদের খুব লাগবে।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এই শিশু ঝুঁকো বায়নাক্কা জোড়া যুক্তিহীন মোটেই নয়। অসীম অনুভূতিসম্পন্ন এই শিশুর অন্তর্গত সঠিকভাবে বুঝে ওঠা খুব সহজ কাজ নয়। সংসারের মোটা দাগের মানুষেরা এদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এক থাপ্পড়ে থামিয়ে দেয় এবং এর ফল ভোগে পুরো সমাজ। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা, যা সে নিজের পরিবার পরিজনের কাছ থেকে আত্মস্থ করে, তা আজীবন বয়ে বেড়ায় জেনে বা না জেনে। তাই, সুন্দর সমাজ চাইতে গেলে আগে সমস্ত শিশুকে যথাযথ সম্মান দিয়ে সম্মানিত করুন। তবে সে আপনাকে বা পুরো সমাজকে তা ফেরত দিতে পারবে। এর জন্য বাড়তি পয়সা লাগে না। (চলবে)

ইট ভাটা মালিক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ সেপ্টেম্বর : ব্যবসায় লোকসানের কবলে পড়ে গলায় দড়ি দিয়ে নিজের বাড়িতে আত্মঘাতী হলেন একজন ইটভাটার মালিক। মৃত বৈদ্যনাথ সরকারের (৪৫) বাড়ি পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের উত্তর শ্রীরামপুর গ্রামে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পূর্বস্থলীর মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর গ্রামের একটি ইটভাটা তিন জনে লিজ নিয়ে চালাতেন বৈদ্যনাথ বাবু। এই ইটভাটা চালাতে গিয়ে তিনি প্রচুর লোকসানের মধ্যে পড়েছিলেন। তিনি প্রায়ই তার স্ত্রীকে বলেন, নতুন ইট উঠলে আমি ধাক্কা সামলে নেব। কিন্তু সেই ধাক্কা আর সামাল দিতে পারলেন না বৈদ্যনাথ বাবু। তিনি ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের অনুপস্থিতিতে গলায় দড়ি দেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে আজ কালনা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ময়না তদন্ত করায়।

সিপিআই(এম) দরদীদের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ সেপ্টেম্বর : ঘনিষ্ঠ পার্টি দরদী সলিল কুমার মুখোপাধ্যায়ের (৮৮) জীবনবসান হয়েছে। দুর্গাপুরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসারত অবস্থায় দুপুর ১-১০ মিনিট নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখান থেকে মৃতদেহ তার কালনা দুই ব্লকের পূর্ব সাতগাছিয়ার বাড়িতে আনা হয়। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। দুর্গাপুরে থাকাকালীন আবির্ভাব ও শিল্পায়ন গণনাট্য সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। আজীবন তিনি বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। জরুরি অবস্থার আধা ফ্যাসিস্ট সময়ে বাম প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নাট্য কর্মীর ভূমিকা পালন করেন। অবসর নেওয়ার পরে পাকাপাকিভাবে কালনা দুই ব্লকের পূর্ব সাতগাছিয়ার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে আসেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, কন্যা, দুই পুত্র নাতি নাতনি বর্তমান।

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৬ সেপ্টেম্বর : সিপিআই(এম) গলসি-২ এরিয়া কমিটির অন্তর্গত খানো এলাকার ঘনিষ্ঠ দরদী অপূর্বধন সরকার বয়স ৬৫ দীর্ঘ রোগ ভোগের পর আজ সকালে প্রয়াত হন। তিনি ছিলেন ইরিগেশন বাম কর্মচারী সংগঠনের নেতা ও পূর্বতন গলসী-৩ লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত পার্টি নেতা রমরতন সরকার-এর ছোট ভাই। মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহের উপর ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কাজী জাফর আলী, মুস্তাক হোসেন, নিখিলেশ দত্ত, শান্তি দাস ও কাজী জেবুন্নেসা প্রমুখ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১২ সেপ্টেম্বর : মসজিদপুর গ্রামের সিপিআই(এম) দরদী কৃষক তপন রায় আজ সকালে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন অবিভক্ত বুদবুদ গলসী জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। বেশ কিছুদিন হলো তপন রায় অসুস্থ ছিলেন। আজ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি স্ত্রী ও বিবাহিত কন্যা ও পুত্র রেখে গেছেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৯ সেপ্টেম্বর : আজ বৈকাল তিনটার সময় গলসী-২ ব্লকের শশঙ্গ গ্রামের দুর্গা মাঝি (৭৫) প্রয়াত হয়েছেন। দুর্গা দেবী ১৯৯৮ সাল হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সাঁকো গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সিপিআই(এম)-এর সমর্থক ও দরদী ছিলেন। রেখে গেলেন এক ছেলে, এক মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের। মৃত্যুর খবর শুনে এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজী জাফর আলী শোক প্রকাশ করেছেন।

—তিনের পাতার পর

গৌরাঙ্গ গোস্বামীকে স্মরণ

ডাক্তারবাবুর স্মরণে একটি রক্তদান শিবিরে ৮৭ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে ২৫ জন মহিলা ছিলেন। জীবনে ১১৩ বার রক্তদান করার জন্য সুধীর সাহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। শিবিরটি হয় ১৭ সেপ্টেম্বর।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। -*কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা